মগড়া নদীতে রক্ত এবং বাবরীয় বর্বর তামাশা

সচরাচর আমি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখিনা। আমাদের গুণধর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে নিয়েতো একদমই লিখিনা। তথ্য প্রযুক্তি আমার কলম চর্চার প্রধান খাত। তবুও দৈনিক সংবাদ-এ দেশ-জনতার কিছু কথা লিখি। নানা কারণে সচেতনভাবে আমি “বাবরনামা” প্রস্তুতে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। প্রথমত দেশে রাজনীতি নিয়ে অনেকেই লেখেন, কিন্তু তথ্যযুগ বা একুশ শতক নিয়ে খুব কমই লেখা হয়। আমি কম লেখার বিষয়টিতে বিচরণ করতে পছন্দ করি। দ্বিতীয়ত বাবর সাহেব আমি নিজে যে এলাকার বাসিন্দা, সেখানকার সংসদ সদস্য। এবার বাবর সাহেব সেই এলাকা থেকে তৃতীয় বারের মতো সংসদ সদস্য হলেন। বেগম খালেদা জিয়া যে তিনবার সরকার গঠন করেছেন সেই তিনবারই তিনি সংসদ সদস্য হয়েছেন। এবার তার ভাগ্যটা অনেক বেশী প্রসন্ন। সেজন্য এই যুবা বয়সে তিনি প্রতিমন্ত্রী হলেও জোট সরকারের পক্ষে এককভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বাবর সাহেবের এতো বেশী ক্ষমতা যে, তার বিরুদ্ধে এমনকি আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলোও (যেগুলোকে জোট সরকারের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত ভয় করেন) টু শব্দ করেনা। বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলো বাবরের ভীষণ অনুরক্ত। তারা প্রায় প্রতিদিন প্রতি খবরে নানা অজুহাতে তার চেহারা দেখায়। এইমাত্র সেদিন একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ব্যবসায়ীদের দ্বারা তার পদত্যাগের দাবী শিরোনাম হয়। এটি ছিলো একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু পরদিন সেই পত্রিকাকে কড়া শাসন করা হয়। সবাই বলে, বাবর সাহেব বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্র হাওয়া ভবনের লোক। তাকে চটিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার যমুনা গ্রুপের বাবুল সাহেব পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে পারেননি।

অথচ বিগত চার বছরের মাঝে বাবর সাহেবের একক মন্ত্রীত্বে যে সময়টুকু এই সরকার পার করেছে তাতে যেভাবে দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যেভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে, যেভাবে বিরোধীদলকে ঠেঙ্গানো হয়েছে, যেভাবে পথে ঘাটে পড়ে মানুষকে মরতে হচ্ছে, যেভাবে ক্রসফায়ার-এনকাউন্টার ইত্যাদিতে মানুষকে বিনাবিচারে খুন করা হচ্ছে, তাতে বিশ্বের যেকোন গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বিদায় নিতে হতো। কিন্তু লুৎফুজ্জামান বাবরের কিছুই হয়নি। সরকারের কাছ থেকে তিরস্কারতো দূরের কথা, তিনি আলতাফ সাহেবের অধীনতার বদলে

এককভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বিদায়, জ্বালানী মন্ত্রণালয় থেকে মোশাররফ সাহেবের ছুটি বা হজ্জ্ব ঝামেলার জন্য মীর নাসিরের অপসারণের তুলনায় বাবরের অপরাধ হাজার গুণ বেশী হওয়া স্বত্ত্বেও তার শাস্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। বাজারে দুচারদিন তার পদত্যাগের গুজব রটে। তবে সবাই জানে, বাবরের খুটির ঝোর বেশ পোক্ত। কেউ তার জেল মাখা কেশ স্পর্শ করতে পারবেনা-এটি তার জানা। একেই বলে “রাজকপাল”।

তিনি নানা সময়ে ইংরেজী-বাংলা মিলিয়ে চমৎকার সব মন্তব্য করে চলেছেন। তার একটি বাক্য “লুকিং ফর শত্রুজ” এখন ছেলেপিলেদের মুখে মুখে ফিরে। আলতাফ চৌধুরীর “আল্লার মাল” বিদায় নিলেও “লুকিং ফর শত্রুজ” এখনো বহাল তবিয়তেই আছে। কিন্তু এসব নিয়ে আমরা নতুন কোন কথা বলতে চাইনা। সরকারের মেয়াদ এখন আর একবছরও নেই। এই সময়ে বাবর গেলেন না রইলেন, তা নিয়ে দেশের মানুষের তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। এখন মানুষের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে চারদলীয় জোট সরকারের বিদায় নিয়ে। নানা গুজব গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে জোট সরকারকে ঘিরে। কে কোথায় বাড়ী করে থাকার ব্যবস্থা করে বসে আছেন এবং কখন কোন প্লেনে যাবার জন্য কার টিকেট কাটা আছে সেইসব নিয়ে রিকশাওয়ালারা গল্প করে। কোন দেশে কার কতো টাকা আটকে ফেলা হয়েছে সেগুলোও মানুষের মুখে মুখে। আমি অতি সাধারণভাবে বিস্মিত হই যে, একটি দেশের সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে একটি দল কেমন করে মাত্র চার বছরে এমন ভয়াবহতম অবস্থায় নীচে নামতে পারে।

সে যাই হোক, অবশেষে বাবর সাহেবকে নিয়ে কয়েকটি কাব্য আমাকে রচনা করতেই হলো। অতি ভয়ে ভয়ে আমি এই কথাগুলো বলছি, বিবেকের তাড়নায়। ২০০১ সালে বাবর সাহেবরা ক্ষমতায় আসার পর যখন আমার পৈত্রিক জমি-বাজার-দোকানপাট দখল করা হয়েছে, আমার ভাইয়ের উপর যখন নির্মমভাবে হামলা হয়েছে, মামলার পর মামলা হয়েছে, এমনকি আমার স্কুলের নিরীহ শিক্ষিকাকে যখন আগুন দিয়ে পোড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তখনও কিছু লিখিনি। না একটি মামলাও করিনি। কারণ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সোনার ছেলেদের বিরুদ্ধে তার এলাকার থানায় কোন পুলিশ মামলা নেবে? আমি জানি, বাবর সাহেব তার দলীয় কর্মীদেরকে ভীষণ ভালোবাসেন। তারা যাই করুক না কেন, তিনি তাদের কোন অন্যায় কোনদিন দেখেননি। সেই প্রথমবার যখন তিনি সংসদ সদস্য হোন, তখন আমার গ্রামের কলেজের দুর্ণীতি নিয়ে আমরা তিন ভাই তার সাথে দেখা করেছিলাম। এতো বছর পরও সেই দুর্ণীতির কোন বিচার হয়নি। বরং বাবর সাহেব

দুর্ণীতিবাজদের পুরষ্কৃত করে চলেছেন। আমার ধারণা, বাবর সাহেব তার নিজের সংসদীয় এলাকায় কান পেতে বাতাসের শব্দ শোনেননা। ঐ এলাকাটি হাওর এলাকা। ওখানে বাতাস ভীষণ জোরে শব্দ করে। যদি সেই বাতাসের শব্দ শুনতেন, তবে তিনি তার কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন ও স্বল্পসংখ্যক দলীয় কর্মীদের সোনালী চার বছরের সুমহান গৌরবগাথা স্বকানেই শুনতে পেতেন। মদন-মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরীতেতো বটেই, খোদ নেত্রকোণা শহরের রাস্তা দিয়ে হেটে গেলেও তিনি তার সোনার ছেলেদের সোনালী গল্প বাতাসে ভেসে বেড়াতে দেখবেন। কিন্তু ঐ যে বলেছি, বাবর সাহেব তার দলের লোকজন এবং আত্মীয়স্বজনকে এতো ভালোবাসেন যে, তাদের কোন কিছুই তার কান পর্যন্ত পৌছাতে পারেনা। কিন্তু এবার নেত্রকোণায় উদিচীর অফিসের সামনে যে নৃশংস বোমা পড়েছে তার আওয়াজতো তার কানে পৌছেছে। তিনি যে জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত, সেই জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী ভালো থাকার কথা। মানুষ সেটিই আশা করেছিলো। তাছাড়া ঐতিহ্যগতভাবেই নেত্রকোণার মানুষ অনেক বেশী শান্তিপ্রিয় এবং প্রগতিশীল। এই অঞ্চল সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য প্রসিদ্ধ। এক সময়ে ব্রিটিশ ভারতের বামপন্থী বিপ্লবীরা এই অঞ্চলে আত্মগোপন করে থাকতো। মনি সিংহ-এর নাম কার না জানা! বাম রাজনীতির সূতিকাগার ছিলো এই অঞ্চলটি। সংস্কৃতিতে অনেক বেশী আগুয়ান, সাহিত্যে প্রোজ্জ্বল এই অঞ্চলের মানুষের কাছে নিরাপদে, শান্তিতে দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পারাই প্রধান বিষয়। এই সরকারের আমলে বাবর মন্ত্রী হবার পরও এই অঞ্চলের তেমন কোন উন্নতি হয়েছে, সেটি বাবর প্রমাণ করতে পারবেননা। রাস্তাঘাট নেই। কল কারখানা নেই। নেই ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সুযোগ। এসব নিয়ে নেত্রকোণার মানুষ তেমন কোন অভিযোগও করেনা। অকাল বণ্যায় যখন এই অঞ্চলের মানুষের ফসল তলিয়ে যায় তখন বড়জোর তারা আল্লার কাছে বিচার দেয়। পুরো জেলাটি জুড়ে মৌলবাদী সন্ত্রাসের তেমন কোন খবর কেউ কখনো পায়নি। এখানে জেএমবির জন্ম নেয়া কঠিন। বলতে গেলে প্রায় অরক্ষিত অবস্থাতেই মানুষ বসবাস করে। মাইলের পর মাইল পথ পার হয়ে কেউ একটি গ্রাম পায়। পুলিশ ওখানে তেমন মামলাও পায়না। যেটুকু মামলা হয় তা টাউট বাটপারদের জন্যই হয়। গ্রামের সালিশি বিচারেই প্রধানত শতকরা ৯৯টি বিষয়ের মীমাংসা হয়। জিয়া, এরশাদ, খালেদা আমলে তাদের পক্ষপুটে এলাকায় এক শ্রেণীর রাজনৈতিক টাউটের উত্থান হয়েছে বটে, কিন্তু তারা কখনোই জনতার মূল স্রোতের সাথে মিশতে পারেনা।

ফলে নেত্রকোণায় মৌলবাদী বোমা পড়বে সেটি শুধু অসম্ভব নয়, স্বপ্নেরও অতীত। ১৯৭১ সালে নেত্রকোণার প্রায় পুরোটা, প্রতিটি মানুষই মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কোন কোন থানায় একটি রাজাকারও ছিলোনা। ফলে ওখানে সাধারণভাবে জঙ্গীবাদের শেকড় নেই। কিন্তু তারপরেও যখন ৮ই ডিসেম্বর, নেত্রকোণা মুক্ত হবার ঐতিহাসিক ৯ই ডিসেম্বরের আগের দিন, মগড়া নদী দিয়ে রক্তের নালা প্রবাহিত হলো তখন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে লুৎফুজ্জামান বাবর প্রকৃত ঘটনার তদন্ত করতে পারতেন। তিনি পাশে দাঁড়াতে পারতেন আতঙ্কিত নেত্রকোণাবাসীর। ঐ রাতে থাকতে পারতেন নেত্রকোণা সার্কিট হাউসে। কিন্তু তিনি রাতে সেখানেতো থাকলেনইনা, বরং শেরাটনে ডিনার খেতে ঢাকা আসার পাশাপাশি ছুড়ে দিলেন অতি জঘন্য সংখ্যালঘু ট্রাম্প কার্ড। নেত্রকোণার মানুষ বোমার আঘাতে যতোটা আহত হয়নি, তারচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছে বাবরের যাদব দাশ কার্ডে। গ্যারেজের নিরীহ কর্মচারী যাদব দাশ তার বন্ধু রিপনকে নিয়ে যখন বোমা হামলার ভয়াবহতা উৎসুক্য নিয়ে দেখতে গিয়েছিলো তখনই আবারো বোমা হামলায় সে মারা যায়। অথচ বাবর সাহেব এবং তার পুলিশ তার লুঙ্গি খোলে (পাকিস্তানীরা এভাবেই বাঙ্গালীদের ধর্মীয় পরিচয় সনাক্ত করতো) পরীক্ষা করে হিন্দু জেনে প্রচার করতে লাগলো যে, এই যাদব দাশই হিন্দু জঙ্গীবাদের আত্মঘাতি বোমা মেরেছে। এমনকি পুলিশী নির্যাতন হলো তার বাবা-ভাইয়ের উপর। বিনা অভিযোগে, বিনা ওয়ারেন্টে, আদালতে হাজির না করে কার্যত বিনা বিচারে তাদেরকে বারহাট্টা থানায় আটকে রাখা হলো ৪৮ ঘন্টা। সেজন্য যাদব দাশের চতুর্থা হলোনা। বাবর সাহেব জানেন, নেত্রকোণায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসের পরিমাণ এখনো অনেক বেশী। ঐ অঞ্চলের মানুষ সাম্প্রদায়িক নয় বলে নেত্রকোণা থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুরা এখনো পালিয়ে যায়নি। বাবর সাহেবের নির্বাচনী এলাকাতেও শতকরা তিরিশ ভাগের উপর সংখ্যালঘুদের বাস। বাবর সাহেব সেই সকল সংখ্যালঘুদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য যাদব দাশকে আত্মঘাতি বোমারু বানাতে চাইলেন। তিনি দেশ কিভাবে চালাচ্ছেন, সন্ত্রাস কিভাবে দমন করছেন, তাতে তার নিজের দল বা সরকার কতোটা খুশী, দেশের মানুষ কি বলে, সেইসব নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করছিনা। তিনি জনপ্রিয় কতোটা, সেটি নিয়েও আমি কোন মন্তব্য করবোনা। তার দক্ষতা বা যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা কোন ফলদায়ক হবেনা। আমরা শুধু একথা বলতে পারি যে, আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ হলে তার রাজত্বকালের হিসাব তিনি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পাবেন। তিনি হয়তো এখনো জানেননা যে, তার আত্মীয়স্বজনরা কেবল যে দখলদারিত্ব করেছে, নির্যাতন করেছে বা লুণ্ঠন করেছে তা-ই নয়, তারা সম্পদ কামিয়েছে

এমনভাবে যে, মানুষ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে পারে, এটি বাবরের আত্মীয়-অমুক। ওদের বাড়ীঘরকে এখন হাওর এলাকার 'রাজপ্রাসাদ' বলা হয়। কিছুদিন আগেও তার যেসব আত্মীয় চৈত্রের সন্ধ্যায় দিশেহারা থাকতো তারা এখন হাওর অঞ্চলের সবচেয়ে বড় কোটিপতি। এসব কিসের বদৌলতে তা মানুষ জানে। নেত্রকোণা শহরেও বাবরের প্রিজনদের বাড়ীঘরকে মানুষ আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। কোন চাকুরীপ্রার্থীর জমি বাবরের কোন আত্মীয় দখল করে নিয়েছে তাও ওপেন সিক্রেট।

বিশ্বের যেকোন দেশে এমন একটির পর একটি বোমা হামলা প্রতিরোধ করতে না পারার জন্য যেকোন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লজ্জায় মুখ ঢেকে তার পদ থেকে সরে দাড়াতো। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদীদের সেই ঐতিহ্য নেই। ফলে বাবর সাহেব যদি তার চরম ব্যর্থতা নিয়েও এই শাসনকাল শেষ করেন তবে দেশবাসীর অবাক হবার কিছু নেই? দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার পুত্র, তার দল যদি বাবর সাহেবকে নিয়ে ব্যর্থতার বোঝা আরো বাড়াতে চান, তবে কে তাদের ফেরাতে পারবে? কিন্তু আমাদের দুঃখ হলো, শান্তির জনপদ নেত্রকোণা এবং তার মগড়া নদীর পানিকে ঘোলা করে মাছ শিকার কেন, বাবর সাহেব। সারা দেশে কারা বোমা ফেলছে এবং কোন নিজামী-সাইদীর বুকে বোমা বাধা আছে, সেটিতো আপনি জানেন। ওরাতো আপনার পাশের চেয়ারে বসে। দেশের অন্য জায়গায় বোমা হামলায় কোন হিন্দু মরেনি-কারণ ওখানে হিন্দুদের বসবাস কম। কিন্তু নেত্রকোণায় হিন্দুদের বসবাস বেশী বলেই কোন কৌতুহলের ঘটনায় যাদব দাশদের উপস্থিতি স্বাভাবিক। ওখানে সুদীপ্তাদের মৃত্যুও স্বাভাবিক। সেজন্য যাদব দাশকেই বলীর পাঠা বানানো কি ঠিক হলো? হতে পারে, বাবর সাহেব বলে ফেলবেন যে, যাদবতো বটেই সুদীপ্তা পাল শেলীও আত্মঘাতি বোমারু ছিলো। কারণ শেলীও যাদবের মতোই বোমা দেখতে এসেছিলো এবং সে হিন্দু। সারা দেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত হাত বাবর সাহেব ইচ্ছে করলে মগড়া নদীর পানিতে ধোয়ে কিছুটা পবিত্র হবার সুযোগ নিতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, তার বদলে বাবর সাহেব বরং মগড়া নদীর রক্তে রাঙ্গা পানিতে আরো কিছু কুৎসিত কালো দাগ লাগানোর চেষ্টা করলেন।

আমরা আশা করবো, নিহত যাদব দাশের পাশে দাড়াতে না পারা বাবর সাহেব যেন তার অপমৃত্যুর পর অপবাদ দিয়ে আবার তাকে হত্যা করে নেত্রকোণা অঞ্চল তথা সারা বাংলার সংখ্যালঘুদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা না দেন। বাংলার অতি সাধারণ সন্তান এই নিরীহ যাদব দাশকে শান্তিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকতে দেয়াটাই সম্ভবত বাবর সাহেবের জন্য অনেক ভালো কাজ হবে। যাদবকে নিয়ে বাবরীয়

বর্বর তামাশা না করার জন্য আমরা মাননীয় বাবর সাহবের কাছে হাতজোড় করে নিবেদন করছি।

১৩ ডিসেম্বর ২০০৫ ॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত